



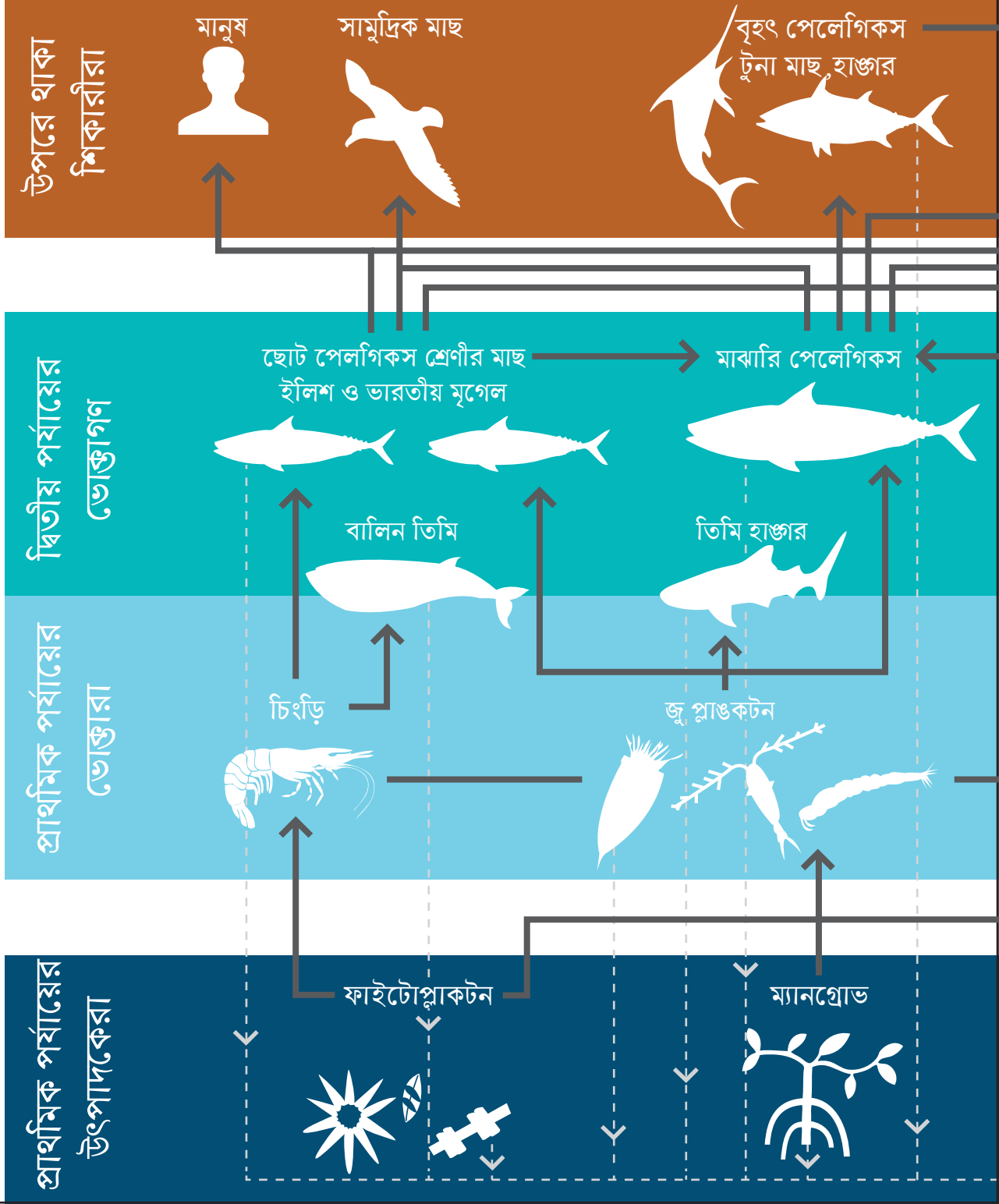
মৎস্য সম্পদ রক্ষায়  
প্রাণবৈচিত্রের বিবেচনা

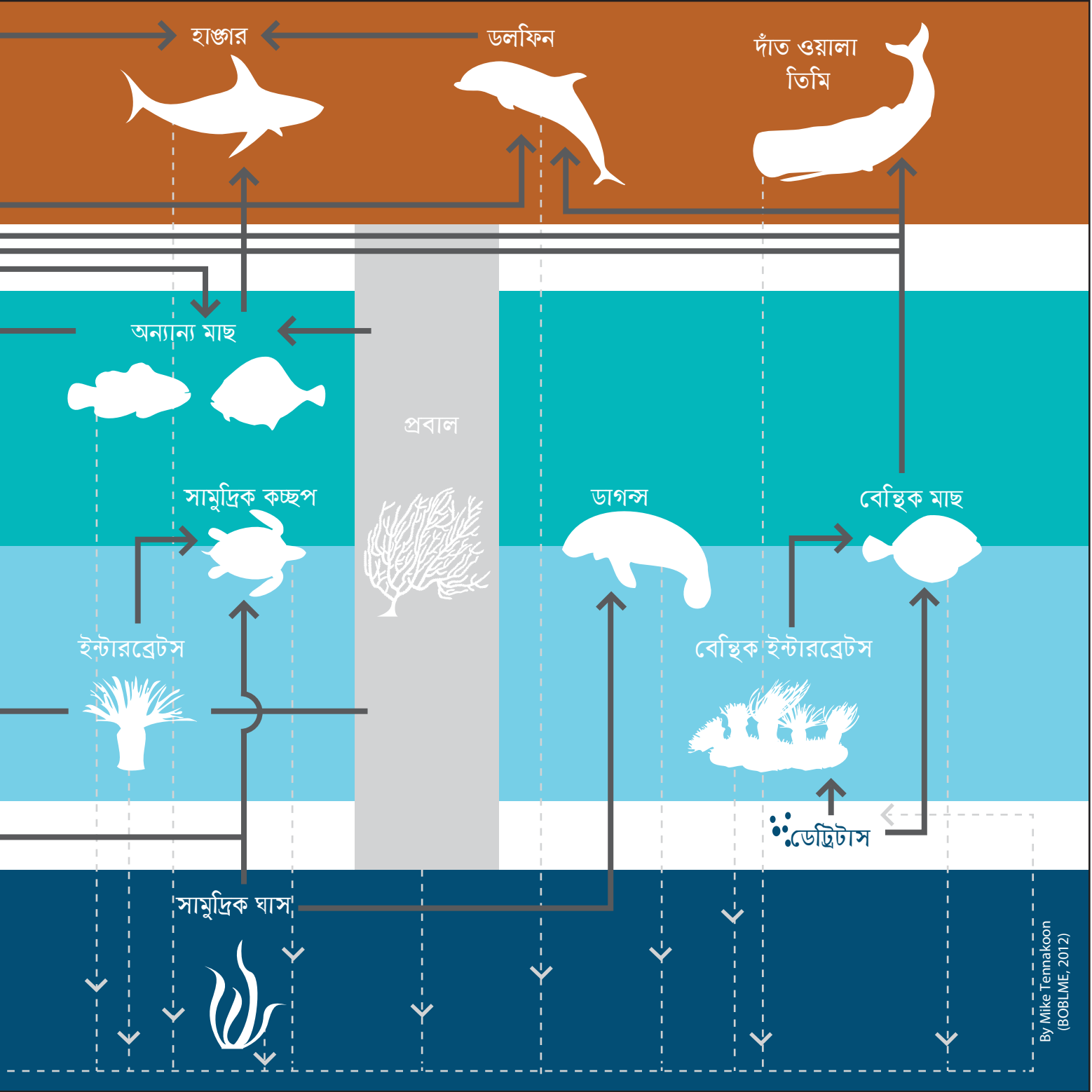


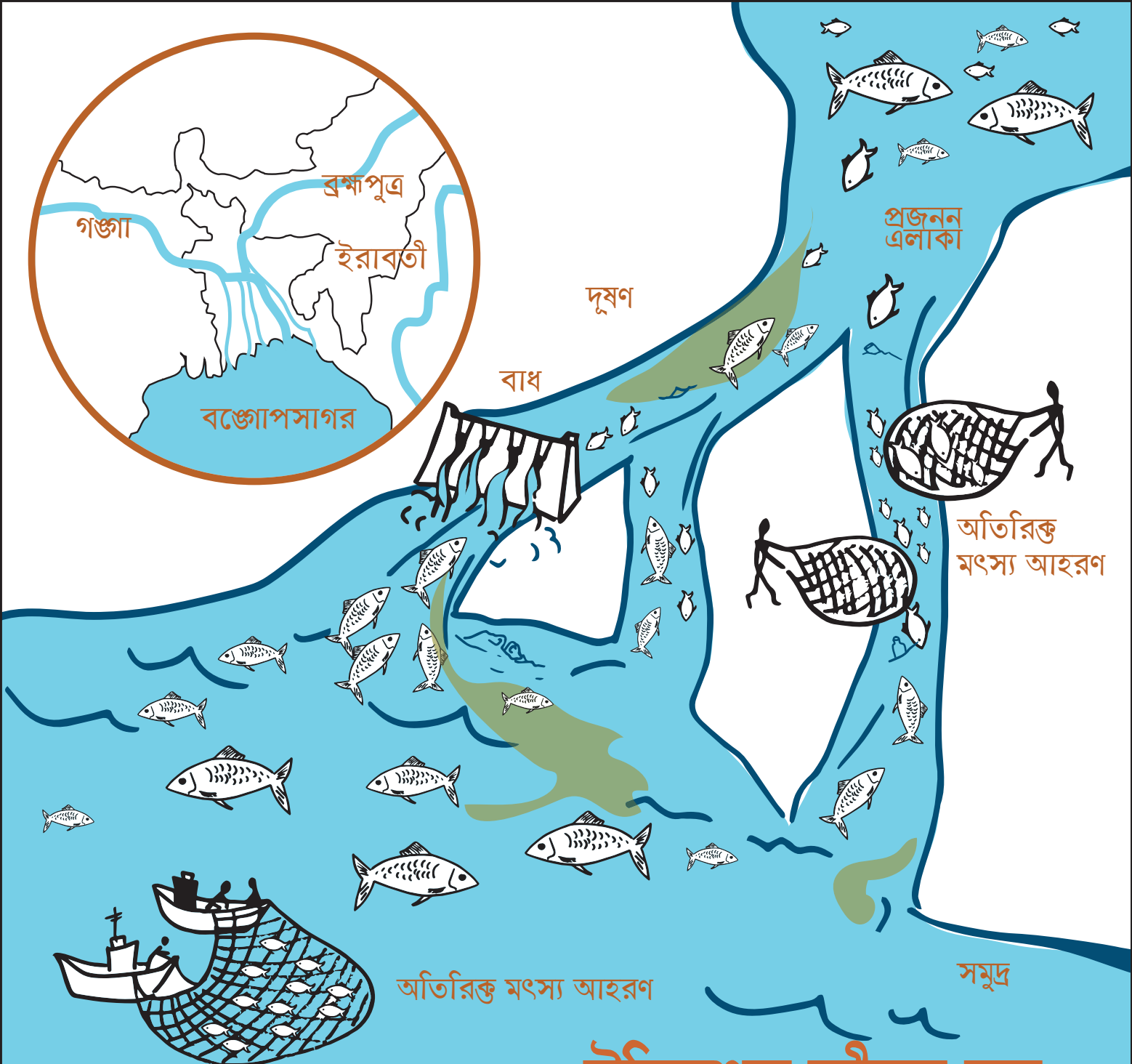


মৎস্য সম্পদ রক্ষায় প্রাণবৈচিত্রের বিবেচনা (EAF)

# পৃথিবীর সর্বকিছুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত







# ইলিশের জীবন চক্র



# উপরিস্তরের দূষণ

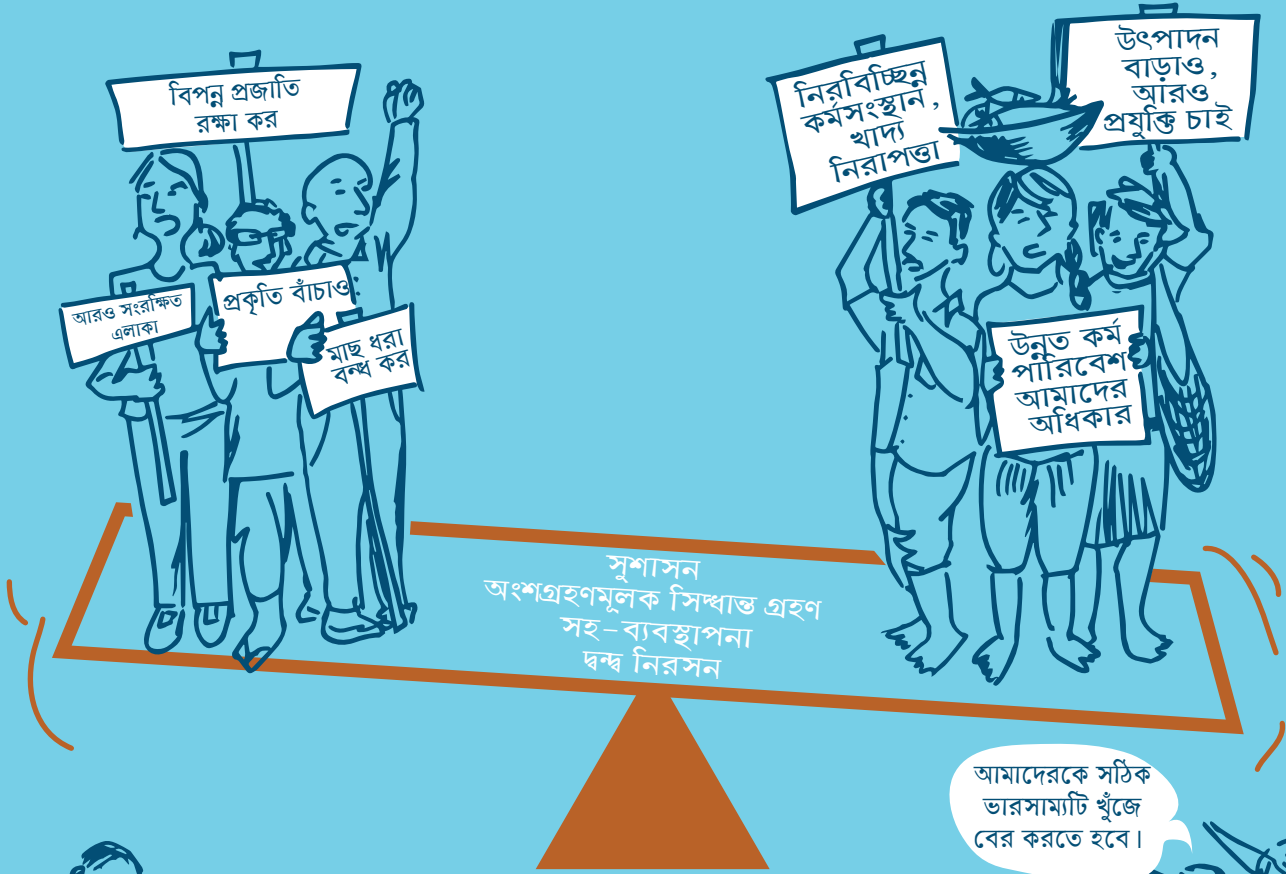
পৃথিবীর সবাকিছুই পরিষ্কার সম্পর্কযুক্ত



# এই পদ্ধতির মূল কথা:

১. মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রাখে
২. পরিবেশের উপর মৎস্য আহরণের প্রভাবকে বিবেচনা করে
৩. মৎস্যখাতের উপর অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনা করে
৪. কাজ করার মাধ্যমে শিখে
৫. ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে, সাবধান হও
৬. প্রথাগত জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়
৭. সহ-ব্যবস্থাপনার মতো অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি
৮. বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে
৯. উন্নতর ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন করে।

# মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রাখে



আমাদের পরিবেশকে বাঁচানো মানে আমাদের মানুষ এবং তাদের জীবিকাকে রক্ষা করা। সাময়িক কষ্ট দীর্ঘমেয়াদী সুখ আনতে পারে।

শুধু গরিবই সকল যন্ত্রণা ভোগকরবে না। শক্তিশালী বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং খাত পরিবেশের অনেক ক্ষতির কারণ। তাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

আমাদেরকে সঠিক ভারসাম্যটি খুঁজে বের করতে হবে।





পরিবেশের উপর মৎস্য আহরণের প্রভাবকে বিবেচনা করে

দুঃখজনক! ৪০  
প্রজাতিরও বেশি ছোট  
মাছ! এই ধরনের মৎস্য  
আহরণ মৎস্যখাতের  
ক্ষতি করছে।

বড় মাছ হারিয়ে যাচ্ছে,  
তাই আমাদেরকে যা  
পাওয়া যায়, তাই  
ধরতে হবে। ছোট  
মাছও কিছু টাকা আনে,  
তাই আমি কেন তাদের  
ছেড়ে দেব?

তারা আমার আগামী  
দিনের মাছ নষ্ট করে  
ফেলছে। তারা যদি  
এই ছোট মাছগুলো  
ছেড়ে দিত!



শুধু বড় ট্রলারই নয়,  
আমরা যেগুলো দিয়ে মাছ  
ধরি সেগুলোও কিন্তু  
ধ্বংসাত্মক হতে পারে

আমাদের নিজেদের মধ্যে বিষয়টি ভেবে  
দেখতে হবে। নিজেরাই যদি ধ্বংসাত্মক  
পদ্ধতি ব্যবহার করি, তাহলে তো বড়  
ট্রলারকে আর দোষ দেয়া যায় না।





পরিবেশের উপর মৎস্য আহরণের প্রভাবকে বিবেচনা করে



এই মাছ ধরার নোঁকাগুলো  
কী সমস্যা তৈরি করছে  
দেখুন। পরিবেশের ক্ষতি  
করা উচিত নয়।

# বিশ্বের উষ্ণায়ন

আমরাও

এই

সমস্যার

জন্য দায়ী?

# ৩ পরিবেশের উপর মৎস্য আহরণের প্রভাবকে বিবেচনা করে

এখন আমরা প্রচুর  
প্লাস্টিক পাই।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?  
আমি আছি মৎস্য বিভাগে, আমাদের  
সমুদ্র ও পরিবেশ বাঁচাতে অন্য  
বিভাগকে আমাদের সহযোগিতা  
করতে হবে।

দেখ কিভাবে দূষণ আমাদের  
সাগর আর মাছকে বিষাক্ত  
করে তুলছে। কে আমাদের  
মাছ কিনবে?



এখানে আমরা প্রজন্মান্তরে  
মাছ ধরে আসছি

কিন্তু এখানে হোটেলের এই নৌকাগুলো  
এসেছে, এখানে এখন মাছ ধরা নিষেধ।  
কেউ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করারও  
প্রয়োজন মনে করলো না!

মাছ ধরা  
নিষেধ

ব্যবসায়ীরাই  
টাকা  
কামাচ্ছে





# মৎস্যখাতের উপর অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনা করে

গত কাল  
জোয়ারের সময়  
আমার বাড়ি  
ডুবে গিয়েছিল।

এই নতুন বন্দরের  
সবখানে বড় বড় জাহাজ,  
দূষণ বেড়ে গেছে, মাছের  
সংখ্যা কমে গেছে।  
আমাদের সমুদ্র তট কমে  
যাচ্ছে প্রতিনিয়ত



# এই জলবায়ু পরিবর্তনটাই বা কী?

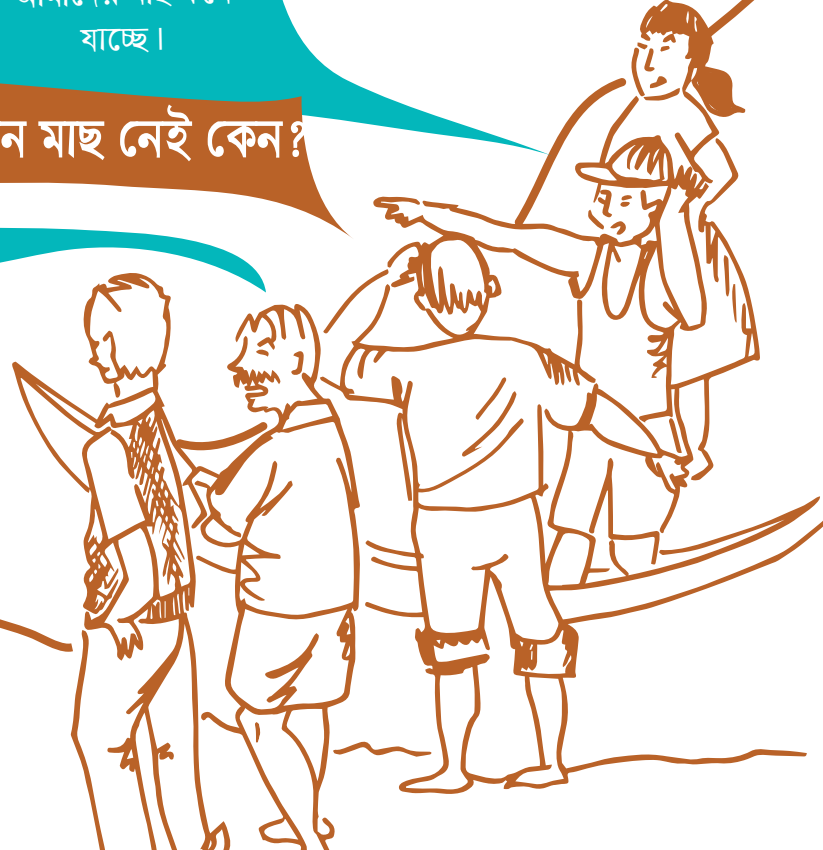
কেউ কি  
জানে  
আসলেই  
কি হচ্ছে?

আমার মনে হয়  
ট্রলারগুলোর  
অতিরিক্ত মৎস্য  
আহরণের কারণে  
আমাদের মাছ কমে  
যাচ্ছে।

এই বছর কোন মাছ নেই কেন?

এর আগেও একবার এরকম  
হয়েছিল। ২০ বছর আগে। পরে  
মাছ আবার ফিরে এসেছিল।

এটাই জলবায়ু  
পরিবর্তন হতে  
পারে। মাছ মনে হয়  
তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা  
পানির দিকে চলে  
গেছে।



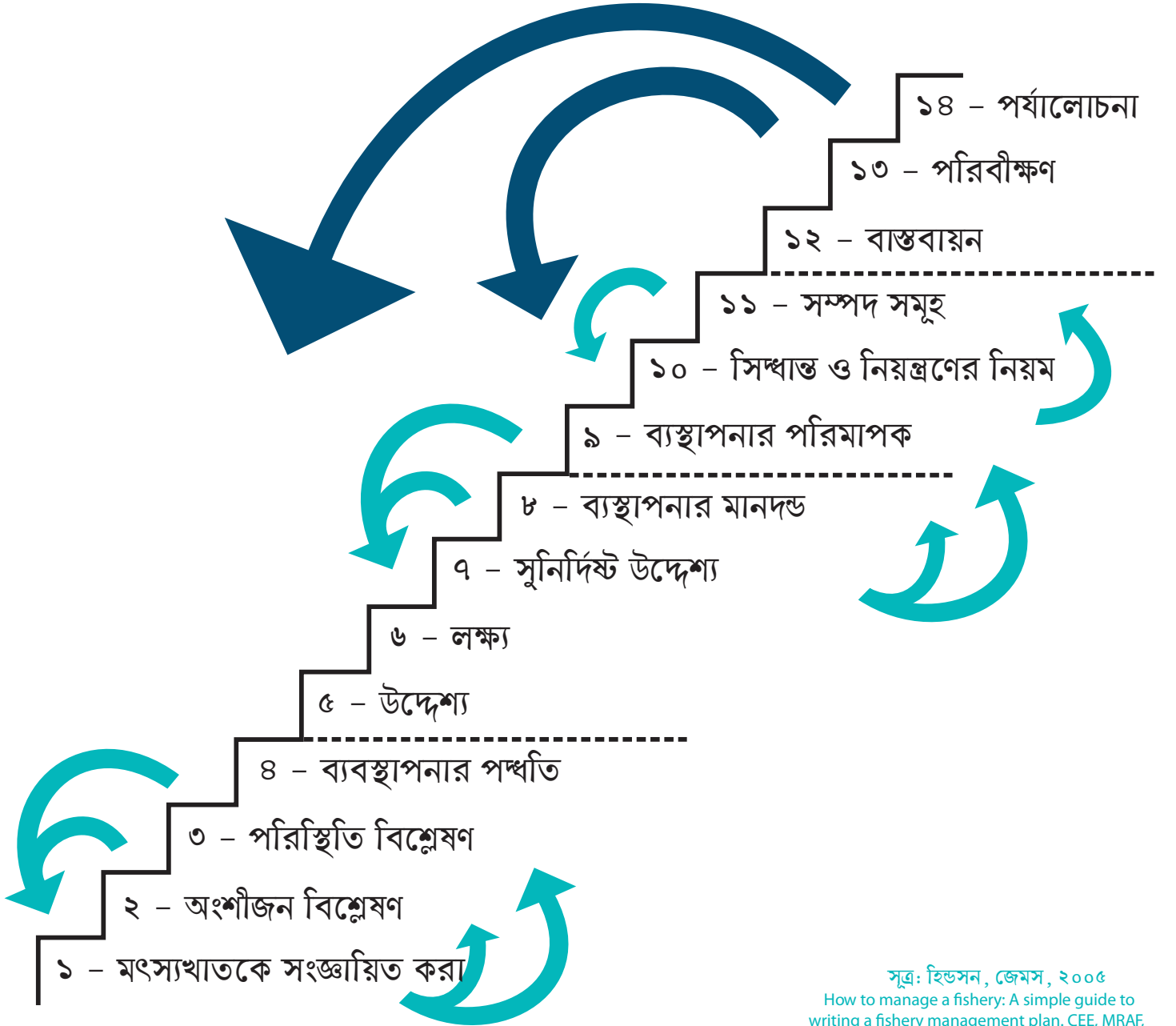
## ৪ কাজ করার মাধ্যমে শিখে (অভিযোজন পদ্ধতি)

মাছ ধরার নিষেধ থাকে  
জুলাই-আগস্ট সময়ে। এই  
সময়টা বদলে মে-জুন করা  
প্রয়োজন, কারণ এই  
সময়েই বেশিরভাগ মাছ  
ডিম পাড়ে।

ঠিক আছে, এক বছরের জন্য এই  
সময় বদল করা যাক এবং দেখা  
যাক এর প্রভাব কী হয়।



# চক্রাকার প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিন্যাস



সূত্র: হিন্ডসন, জেমস, ২০০৫

How to manage a fishery: A simple guide to writing a fishery management plan. CEE, MRAF, Scales, DFID, and FSC. London. 86p.


# ৫ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে, সাবধান হও (সতর্কতামূলক পদ্ধতি)

আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনি  
যেখানে মাছ ধরেন সেখানে  
মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে



কিন্তু এটার কোনও  
প্রমাণ নেই যে,  
আমরা যে উপকরণ  
ব্যবহার করি  
সেগুলো ধ্বংসাত্মক





আর এটাই  
হলো অগ্রিম  
সতর্কতামূলক  
পদ্ধতি

আপনি যে ছোট  
মাছগুলো ধরেছেন  
সেগুলো আমরা সবই  
দেখেছি। আপনার  
এই জাল ব্যবহার বন্ধ  
করা উচিত। দুঃখ প্রকাশের  
আগেই নিরাপদ থাকুন।





প্রথাগত জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়

আপনি জানেন না, আমরা  
যেসব মাছ ধরি সেগুলো  
অন্য পাড়ে ডিম পাড়ে।  
আপনার উর্চিং এই অভয়াশ্রম  
সেখানে প্রতিষ্ঠা করা।

আমরা এটাকে মৎস্য  
অভয়াশ্রম এলাকা ঘোষণা  
করেছি, কারণ এই এলাকাটি  
মাছের ডিম পাড়ার জন্য  
উপযুক্ত এলাকা।

মাছ ধরা  
নিষেধ

তিনি ঠিকই  
বলেছেন। তিনি  
অনেক দিন ধরে মাছ  
ধরেন, তিনি অনেক  
কিছুই জানেন।

আমাদের মুরঝীরা  
টেউ, বাতাস আর  
শ্রোত সম্বন্ধে এরকম  
আরও অনেক কিছুই  
জানেন।





শেষ পর্যন্ত তারা আমরা কী  
ভাবছি তা জানতে চাইছে, কী  
করতে হবে সেটা বলে দিচ্ছে  
না। আমরা মাছ ধরি, আমরা  
জানি এই সম্পদকে টেকসই  
করতে হলে কী করতে হবে।

এটাকে যদি কার্যকর করতে  
হয়, আমাদেরকেও ভূমিকা  
পালন করতে হবে এবং  
নিয়ম মেনে মাছ  
ধরতে হবে।

আমাদেরকে একটি যথাযথ  
ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা  
করতে হবে।

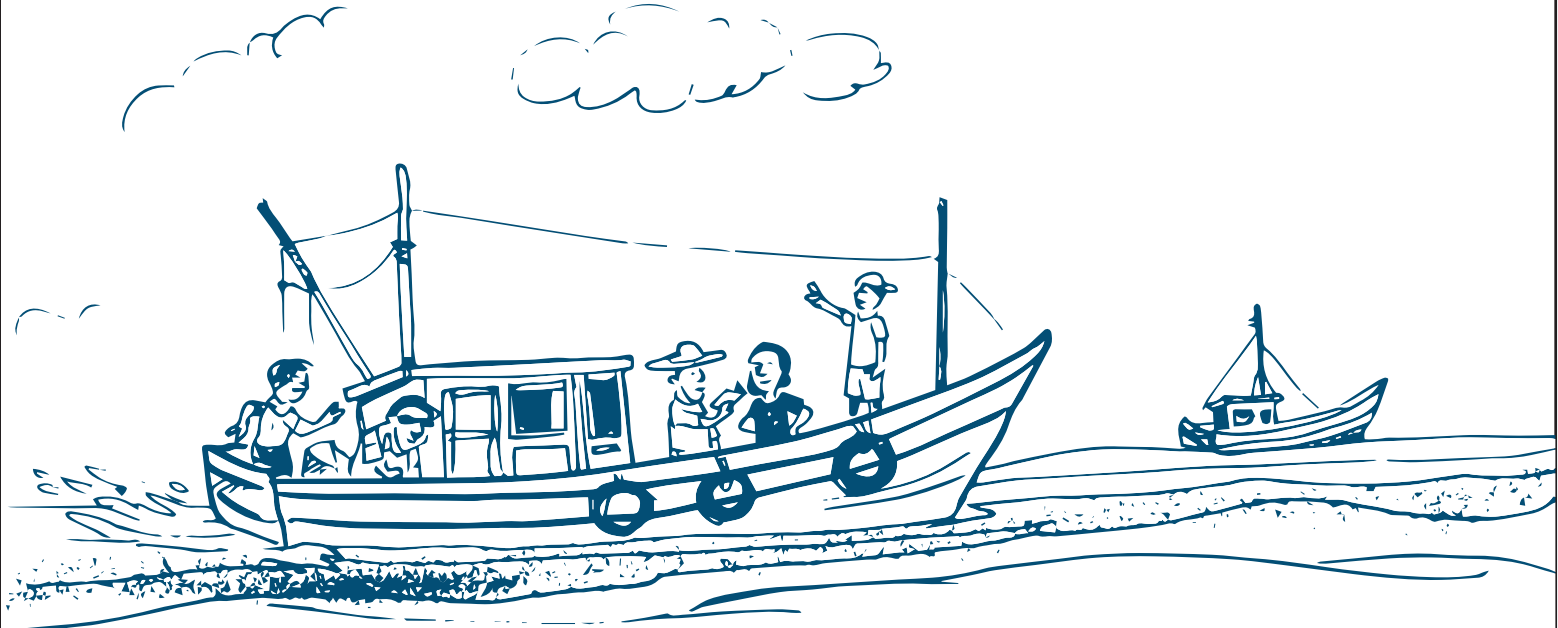


যদি আমরা একসঙ্গে  
কাজ করি, তাহলে  
আমরা যা করা  
প্রয়োজন তা করতে  
পারবো।

পরিকল্পনা গ্রহণ করা ঠিক আছে।  
কিন্তু আমাদের নিশ্চিত করতে হবে  
যে এই পরিকল্পনা কাজ করছে।  
নিয়ম যারা ভাঙবে তাদের  
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

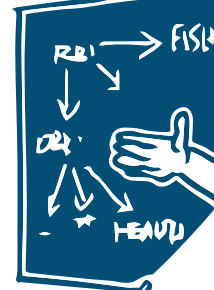
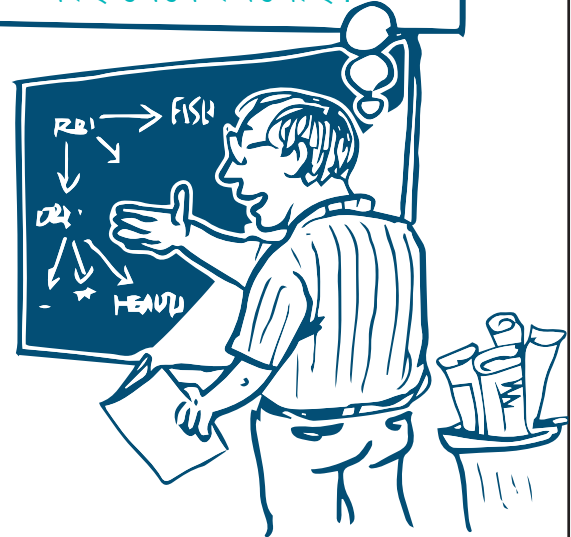


৭ সহ-ব্যবস্থাপনার মতো অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি



কিছু তথ্য আমাদের  
কাছে নতুন মনে  
হচ্ছে

এরকম অনেক বিষয় আছে যেগুলো  
আমি জেলে আর জেলেনিদের  
কাছ থেকে শিখেছি।



# ৮ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়

উপকূলের উন্নয়ন কর।  
আমাদের আরও  
আবাসন দরকার।  
উপকূলরেখা সমান  
করে দাও, বন্দর ও  
বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি কর



শিল্প  
বিভাগ

মৎস্য  
বিভাগ

পরিবেশ  
বিভাগ

উপকূলরেখা  
বাঁচাও, এতে  
বসবাসকারীদের  
বাঁচাও, বালি এবং  
কচ্ছপের বাসা  
তৈরির এলাকাগুলো  
রক্ষা কর



সকল কার্যক্রমের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনার জন্য সকল খাতের সঙ্গে আমাদেরকে সংলাপের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা করা সহজ নয়, কিন্তু আর কি কোনও উপায় আছে?

চল, নিয়মিত আলোচনার জন্য সিদ্ধান্ত নেই।

এই ধরনের সংলাপে আমাদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। এছাড়া কে আমাদের কথা শুনবে? মৎস্য বিভাগকে আমাদের জীবিকা রক্ষা করতে হবে।



# উন্নতর ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন

কিভাবে একটি  
ব্যবস্থাপনা  
পরিকল্পনা  
করা যায়

আমাদের প্রয়োজন  
আইন-নীতি যেগুলো সবাই  
আমরা একমত পোষণ করি।  
একটি পরিকল্পনাও প্রয়োজন।



একটা ভাল গবেষণা বর্তমান  
পরিস্থিতি বুঝতে আমাদেরকে  
সহায়তা করতে পারে, যেমন  
কী পরিমাণ মাছ ধরা হয়, কে  
এবং কারা ধরে। এটা একটা  
পরিকল্পনা নিতে সহায়তা  
করতে পারে।

গবেষণাটি যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে করা হয়  
এবং এর ফলাফল যদি আমাদের কাছে  
আমাদের ভাষায় উপস্থাপন করা হয়, এইট  
নিঃসন্দেহে খুবই কার্যকরী হবে।



সম্প্রদায়ের লোকজন  
দ্বারাই ব্যবস্থাপনা হয়  
এমন পরিকল্পনা প্রয়োজন।

নারী  
সংগঠনগুলোকে  
সহায়তা কর

সমবায় গড়ে তোল



আমাদের জ্ঞানকে সম্মান  
কর, আলোচনায় অংশ  
নেওয়ার দাবি জানাই।

মৎস্য সম্পদ  
বাঁচাও

পানি বাঁচাও,  
জীবন বাঁচাও

সমবায় গড়ে তোল  
নারী সংগঠনগুলোকে  
সহায়তা কর

দূষণ  
আর নয়

আমাদের পৃথিবির সবকিছুই  
পরস্পর নির্ভরশীল।  
এটা সবাইকে বুঝতে হবে।

প্রাণ বৈচিত্র রক্ষার জন্য  
আমাদের সবাই সব সময়  
চেষ্টা করে আসছি।



## প্রকাশনায়



### ইন্টারন্যাশনাল কালেক্টিভ সাপোর্ট ইন ফিশওয়ার্কার্স (আইসিএসএফ)

২৭ কলেজ রোড

চেন্নাই ৬০০০০৬, ভারত

ফোন: (৯১) ৪৪-২৮২৭৫৩০৩

ফ্যাক্স: (৯১) ২৮২৫৪৪৫৭

ইমেইল: icsf@icsf.net

www.icsf.net

আইসিএসএফ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী জেলেদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে। এটি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ থেকে বিশেষ স্ট্যাটাসপ্রাপ্ত একটি সংস্থা। সংস্থাটি আইএলও'র- বিশেষ তালিকাবুক্ত একটি এনজিও। এফএও-র সঙ্গেও বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে সংস্থাটির। জেলে সম্প্রদায়, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের এই নেটওয়ার্ক পরীক্ষণ, গবেষণা, তথ্য বিনিময়, প্রশিক্ষণ, প্রচারাভিযান, সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

## সহযোগিতায়



### বে অব বেঙ্গাল লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম প্রজেক্ট (বিওবিএলএমই)

ফুকেট, থাইল্যান্ড

বেঙ্গোপসাগরের পরিবেশ ও মৎস্য সম্পদের একটি উন্নতর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবন উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মায়ানমার, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড এই বিওবিএলএমই প্রকল্পের মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করছে।

২০১৩

## মুদ্রণ

এল এস গ্রাফিকস পয়েন্ট

চেন্নাই ৬০০০০২

## অঞ্জাবিন্যাস

sandeshcartoonist@gmail.com

ajay.ajay9392@gmail.com

## নকশা

জয়েন্ট ফ্যামিলি ডিজাইন

www.jointfamilydesign.com



